বিশেষ সংবাদ

তারিখ ... 09 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১৩ .....

১৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কোন্দল

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা ঃ সমাবেশ নিষিদ্ধ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৮ই জুন।–চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বর্তমানে চরম আকার ধারণ করায় প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে ও রেল স্টেশনে সংঘর্ষ এবং গোলাগুলি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদেরকে অসহায় ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে সিন্ডিকেট চান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে, যাতে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

আজ রোববার উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় এই আহ্বান জানানো হয়। সভায় আরো কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে, রেল স্টেশনে ও ১নং সড়কে সকল ধরনের সভা–সমাবেশ, মিছিল এবং উস্কানিমূলক শ্লোগান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং কোন সন্দেহজনক অস্ত্রধারীর আনাগোনা পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক তল্লাশির মাধ্যমে আইন প্রয়োগের জন্য আইন–শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। তল্লাশির সুবিধার্থে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ও কর্মচারীকে নিজ নিজ পরিচয়পত্র সার্বক্ষণিক বহন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সিন্ডিকেট সভা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীদের সর্বোচ্চ মানবিক বিবেচনা প্রদর্শন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার নিরপরাধ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্ত ও সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাহায্য ও প্রত্যক্ষ অবদান কামনা করেছে।

সভা যেসব পৃষ্ঠপোষকের প্রত্যক্ষ উস্কানিতে মারাত্মক হানাহানির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে ক্যাম্পাসে পাওয়া গেলে সাথে সাথে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া এবং বিপুলসংখ্যক অস্ত্রধারীকে মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে কর্তৃপক্ষের কার্যকর সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আকুল আহ্বান জানিয়েছে।